তারিখ 28 FEB 1992 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি

টাঙ্গাইল জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে

টাঙ্গাইল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয়গুলোর জরজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষা উপকরণসহ খাতা, পেন্সিল, চক, কলম, কাগজ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জেলায় ১ হাজার ২শ' ৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯শ' ৩৬টি সরকারি এবং ৩শ' ৪৪টি বেসরকারি বিদ্যালয়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২শ' ৮টি রেজিস্টার্ড এবং ১শ' ৩৬টি আন-রেজিস্টার্ড। ১১টি উপজেলায় ৩৪৪টি বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২ শতাধিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই টিনের ছাউনি এবং বেড়া বাঁশ দিয়ে তৈরি। এখনো দেখা যায়, শুধু ছাউনিই আছে, বেড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এ সকল বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থা। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুমের অভাবে খোলা আকাশের নিচে অথবা গাছতলায় বসে লেখাপড়া করতে হয়। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমিরা ও ব্লাকবোর্ড নেই। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কারণে এবং শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির দরুন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

প্রায় সবক'টি বিদ্যালয়েই খাবার পানির সংকট রয়েছে দীর্ঘদিনের। পানি সংকটের পাশাপাশি পায়খানা ও প্রস্রাবখানার অভাব সবচেয়ে বেশি। যার ফলে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখনও যুগযুগান্তের দৈন্যদশা ও দুরবস্থার সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

উপজেলাওয়ারী সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা হচ্ছেঃ টাঙ্গাইল সদরে সরকারি ১শ' ১৫টি, বেসরকারি ৪১টি, নাগরপুরে ৮৮টি ও ৩৬টি, বাসাইলে ৪৯টি ও ১০টি, দেলদুয়ারে ৫৯টি ও ২১টি, ভুয়াপুরে ৬২টি ও ২৮টি, কালিহাতীতে ১শ' ৩টি ও ৩০টি, মির্জাপুরে ১শ' ১৩টি ও ৩৫টি, গোপালপুরে ৮৩টি ও ৩৫টি, মধুপুরে ৯০টি ও ৪২টি, সখিপুরে ৭১টি ও ৩৭টি এবং ঘাটাইলে ১শ' ৩টি ও ২৯টি। টাঙ্গাইল থেকে কে, এস, রহমান শফি।